দাঁসাই নাচ। ছবি ঃ শুভদীপ অধিকারী

জেলার আদিবাসী সাঁওতালদের বিভিন্ন পরব

সৌমেন রক্ষিত

শুশুনিয়ার গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্ভুক্ত যে কয়েকটি গ্রাম আছে তার মধ্যে বাগডিহা, ভরতপুর, গিধুরিয়া, গোয়ালডাঙা, হাপানিয়া, জলজলিয়া, বানশোল, রামনাথপুর, শুশুনিয়া, পড়শিবোনা, শিউলিবোনা ইত্যাদি গ্রামগুলিতে কম-বেশি সংখ্যক আদিবাসীদের বাস। আদিবাসী বলতে সাঁওতাল জনজাতির প্রাধান্যই লক্ষ করা যায় এই এলাকায়, এঁদের সংস্কার পরব, মেলা, রীতি-নীতি জেলার অনান্য সাঁওতালদের মতোই।

এঁদের সারা বছর ধরেই এলাকায় ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকম পরব বা উৎসব পালিত হয়। যেমন - ১। খেরওয়াল তুকৌ বা পাতা পরব, ২। সহরায় বা বাঁধনা, ৩। বাহা বা ফুল উৎসব, ৪। সাকরাত, ৫। শিকার উৎসব বা মারাংবুরু, ৬। ভ্যাজা বিঁধা, ৭। আখ্যান পরব, ৮। মাঘসীম, ৯। মামড়ে ইত্যাদি। এর মধ্যে প্রথম চারটি পরবই এই এলাকায় জাঁকজমকপূর্ণ ভাবে সম্পন্ন হয়।

১। খেরওয়াল তুকৌ ঃ

আদিবাসীদের পাতা পরব ধূমধামের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। শুশুনিয়া অঞ্চলের শিউলিবোনায় প্রতি বছর ৩১ ডিসেম্বর ও ১ জানুয়ারি এই অনুষ্ঠান হয়। পুরো মাঠ জুড়ে কাগজের শিকল ও পতাকা করে ছাইয়ে দেওয়া হয়। বাঁশের তোরণও করা হয়। শুশুনিয়া পাহাড়ের কোলে অনুষ্ঠিত এই পরব অন্যতম আকর্ষণের বিষয়। এটিকে বলা চলে আদিবাসীদের মিলন মেলা। শিউলিবোনায় প্রায় ৬৫টি পরিবার এই অনুষ্ঠানটিকে সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করার জন্য দীর্ঘদিন ধরে এই মেলার কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত থাকেন। দিনরাত ধরে হয় বাহা নাচ, লাগড়ে,

শুয়াবাসা, বালিখুন, মাহালি, বাবলাডাঙ্গা, যাদবপুর, গিধুরিয়া, বাঁকাজড়িয়া, হাড়িভাঙ্গা ইত্যাদি পাশাপাশি আদিবাসী গ্রামগুলির শিল্পীরা এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। শুধু জেলার আদিবাসী গ্রামের শিল্পীরা-ই নয়, বরং রাজ্যের বাইরে থেকেও বিভিন্ন শিল্পীর দল আসে এই মেলায় তাঁদের শিল্প প্রদর্শন করতে।

২। সহরায় ঃ

সাঁওতালদের অন্যতম উৎসব সহরায় বা সরহায়। কালীপূজার পরদিন থেকে পাঁচদিন অনুষ্ঠিত এই উৎসব বাঁদনা পরবের সঙ্গে এক হয়ে গেছে। এই পরবের প্রথম দিন উম অর্থাৎ শুভ সূচনা। নাইকে তার সহকারীকে নিয়ে পুজোর যাবতীয় দায়িত্ব পালন করেন। তিনি প্রকৃতির দেবতাকে সন্তুষ্ট করার জন্য গড়টেন্ডি বা ময়দানে এসে উপস্থিত হন। সেখানে থাকে আতপ চাল, সিঁদুর, মুরগির ছানা, চাল বাখর মিশ্রিত পবিত্র পানীয় হেন্ডি বা হাঁড়িয়া। মাঠে একটু অংশ জুড়ে নাইকে পুজোর থান তৈরি করেন, যেখানে এই পবিত্র জিনিসগুলি রাখা হয়, সেই মণ্ডপটিকে বলা হয় ঘট। সেখানে মুরগির ছানাগুলিকে বলি দিয়ে তার রক্ত মণ্ডপে ছিটিয়ে দেওয়া হয়। পরে আতপ চাল ছড়িয়ে দেওয়া হয় ও মণ্ডপে সিঁদুর লেপন করা হয়। এরপর দেবতাদের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানান উপস্থিত সবাই। তারপর সেখানে সকলের দেওয়া চাল ও অন্যান্য উৎসর্গীকৃত দ্রব্য মাটির হাঁড়িতে রান্না করা হয়, যাকে বলা হয় সুড়ো বা মহাপ্রসাদ। এটি হয়ে গেলে প্রত্যেককে বিতরণ করা হয়। পবিত্র হাঁড়িয়া নিয়ে সেটিও মাটিতে ছিটিয়ে দেওয়া হয়। বিকেলবেলায় গ্রামের সব গরুকে সেই ময়দানে নিয়ে আসা হয় যাতে তারা দেবতাদের আশীর্বাদ লাভ করে। অবশেষে সেখানে মাদল বাজিয়ে উৎসবে মেতে ওঠেন গ্রামবাসী। এর পরের দিন হল 'হাপড়াম'। স্বর্গীয় গুরুজনদের স্মরণে এই দিনটি পালন করা হয়। তৃতীয় দিন 'খুন্টো'। এদিন গৃহপালিত পশুদের উদ্দেশ্যে গান করা হয় বাদ্যযন্ত্র সহযোগে। মূলত গৃহপালিত পশুদের বন্দনা করা হয় এই সব গানের মধ্য দিয়ে। সকাল থেকেই চলে গরুকে স্নান করিয়ে নানা রঙে রাঙানোর কাজ। শিঙে সিঁদুর, হলুদ দেওয়া হয়। ভালোমন্দ খাওয়ানো হয়। চতুর্থ দিন হল জালি। এদিন প্রত্যেকে মিলিত হয়ে প্রত্যেকের বাড়ি যান ও খাওয়া দাওয়া করেন। সহরায়ের শেষ দিন হল সাঁকরাত। এদিন বীর বোঙ্গা অর্থাৎ বনদেবতার উদ্দেশ্যে পুজো দেওয়া হয়। পৌষ মাসের দিনেও সাঁকরাত অনুষ্ঠান পালন করেন সাঁওতালরা। সেদিন আবার ভেজবিঁধাও হয়। পুজোর সঙ্গে নাচ গান সহরায়ের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কোথাও কোথাও গরু ও মোষের গায়ে রঙের ছোপ দেওয়ার পর তাদের বিয়ে দেওয়া হয়। কাড়া (মোষের আঞ্চলিক নাম) খুঁটাও হয় কোনো কোনো স্থানে মাঠের মাঝখানে বা পাড়ার ফাঁকা জায়গায় কাড়া বা মোষকে একটি শক্ত খুঁটিতে বেঁধে শুকনো চামড়া শুঁকানো হয় বা লাল শালু দেখানো হয়। এতে সেই কাড়া বা বলদ উত্তেজিত হয়ে দড়ি ছিঁড়ে ছুটে যাওয়ার চেষ্টা করে। অহিরার গানও গাওয়া হয় ধামসা মাদল সহযোগেই এ উৎসব উপলক্ষে ঘরে ঘরে দেওয়াল চিত্র আঁকা চলে। পোড়া খড়ের গুঁড়ো, ছাই, গোবর ও কেঁচো মাটি দিয়ে এবং সেইসঙ্গে বাখর ফলের বীজ দিয়ে টেনে টেনে দেওয়ালগুলিকে সুন্দর ও মসৃণ করা হয়।

৩। বাহা উৎসব ঃ

বাহা অর্থাৎ ফুলের উৎসব। বাহা শব্দের অন্য অর্থ হল কুমারী মেয়ে। ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমা তিথিতে এই উৎসব হয়। ফাল্গুনের চাঁদ 'বাহা চাঁদ' কে দেখার পর পাঁচ দিনের দিন শুরু হয়

বাহা উৎসব। এই উৎসবের প্রথম দিনকে বলে 'উম' দ্বিতীয় দিনকে বলা হয় 'সাদি' এবং তৃতীয় তথা শেষ দিনকে বলা হয় 'সেঁন্দরা'। কিংবদন্তী আছে যে, সাঁওতালরা অত্যাচারী মাধো সিং কর্তৃক বিতাড়িত হলে তারা আশ্রয় খোঁজেন। তাঁদের দলপতি আশ্রয় খোঁজার জন্য আকাশের দিকে তীর ছোঁড়েন। তীরটি একটি শাল গাছের নীচে ভূপতিত হয়। তখন তারা সেখানেই আশ্রয় নেয়। এই শালগাছ তাই সাঁওতালদের অত্যন্ত পবিত্র বৃক্ষ। তাকে বলা হয় সারি সারজম অর্থাৎ সত্য শাল। যেদিন তারা এই আশ্রয় পায় সেদিন ছিল ফাল্গুনী পূর্ণিমা। এই দিনেই সাঁওতালদের স্থায়ী আশ্রয় ও ধর্ম নির্দিষ্ট হয়েছিল। তাই ঐদিনটি তাঁদের কাছে অতি আনন্দের। সাঁওতাল মেয়েরা এই পরব না করলে সারজাম বাহা বা শাল ফুল ইচাক বাহা, মুরুপ বাহা ইত্যাদি ফুল খোঁপায় গুঁজতে পারে না। এই পরব আসলে প্রকৃতিকে নতুন করে নতুনভাবে স্পর্শ করার পরব। অ-আদিবাসীদের অনেক ক্ষেত্রে বসন্ত উৎসব বর্তমানে পালন করা হয়ে থাকে। বাহা পরব আসলে সাঁওতালদের বসন্ত পরব যা অতি প্রাচীন। অনুষ্ঠানের প্রথম দিনে বাড়ির মহিলারা স্নান করে ঘর-দুয়ার পরিস্কার করেন। দ্বিতীয় দিনে জাহের থানে মারাং বুরু, জাহের এরা ও পারগানা বোঙ্গার পুজো হয়। পুজো করেন নাইকে। দেবতাকে উৎসর্গ করা হয় শাল ও মহুল ফুল। এই সঙ্গে নারী-পুরুষ সম্মিলিতভাবে নাচ করেন। পুরুষেরা আলাদা সারিতে দাঁড়িয়ে শরীর দুলিয়ে লাফিয়ে নাচ করেন। এই ধরণের লাফানো নাচকে বলা হয় বাহা দন ও জাতুর দন। পূজা হয়ে গেলে নাইকে মাথায় শাল ফুলের ডালা ধরে গ্রামের প্রত্যেক বাড়িতে যান। পেছনে একজন যুবক জলপূর্ণ কলসী নিয়ে যায়। প্রত্যেক বাড়ির মহিলারা ঐ নাইকে ও যুবকের পা ধুইয়ে দেন। নাইকে তার ডালা থেকে পুজোর পবিত্র ফুল দেন। এই কাজ সমাপনের পর নাইকের বাড়ির উঠানে গ্রামবাসীরা এসে জড়ো হন ও নাচ গান খাওয়া দাওয়ার মাধ্যমে রাত কাটান। এ দিন যুবক যুবতীদের কাছে অনেকটা ভ্যালেন্টাইন ডে-র মতো। পরের দিন সেন্দরা। সেদিন গ্রামের পুরুষেরা শিকারে যায়। প্রত্যেকেই এদিন হাঁড়িয়া পান করেন। এই অনুষ্ঠানটি অনেকটা দোল উৎসবের মতো।

৪. সাকরাত ঃ

পৌষ মাসের সংক্রান্তিতে এই উৎসব হয়। এটি সাঁওতালদের কাছে অতি পবিত্র দিন, মুক্তির দিন। এটি আবার বছরের শেষ দিন। এই সময়ে ফসল তোলাও শেষ। একটি বছর থেকে আর একটি বছরে পদার্পণের ক্ষণটিতে সাঁওতালরা তাঁদের পিতৃপুরুষদের উদ্দেশ্য শ্রদ্ধা ও নমস্কার জানায়। অনুষ্ঠান শুরু হয় রাত্রে, চলে সারা রাত। তবে সেদিন সকাল থেকেই পুজোর আয়োজন চলে। সকালেই প্রতি বাড়িতে মুরগি কেটে রান্না করা হয়, তারপর নিজেরা গ্রহণ করে। উৎসবের দিন বিকেলে নাইকে বা জগমাছি একটি কলাগাছের কাণ্ডকে গ্রামের বাইরে ফাঁকা মাঠে পুঁতে রাখেন। একে 'বেঝা' বা 'ভ্যাজা' বলে। এটি আসলে অশুভ শক্তির প্রতীক। সবার প্রথমে নাইকে এই অশুভ শক্তির দিকে তীর ছোঁড়েন। তারপর বাকি গ্রামবাসীরা তীর ছোঁড়েন। আসলে এই অশুভ শক্তিকে বিনাশ করতেই এই তীর ছোঁড়া। যিনি কলা গাছের কাণ্ডকে তীর দিয়ে বিদ্ধ করতে পারেন, তাকে নিয়ে আনন্দ করতে করতে সবাই বাড়ি ফেরে। রাত্রে 'লাঁগড়ে' নাচের আয়োজন করা হয়।

লেখক পরিচিতি ঃ শিক্ষক, ক্ষেত্রসমীক্ষক ও গবেষক।